দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৩ কলাম

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হুমকির সম্মুখীন

সন্ত্রাসের বিস্তার, ভর্তি ও নিয়োগে মেধা উপেক্ষা, আর্থিক সমস্যায় উচ্চ শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে

॥ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হুমকির সম্মুখীন। এ ব্যাপারে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। গত বৃহস্পতিবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক মঞ্চ আয়োজিত দিনব্যাপী এক সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য এবং ভর্তি ও নিয়োগে মেধার পরিবর্তে অন্যান্য বিষয় বিবেচনা, শিক্ষাখাতে অর্থসংস্থানের সমস্যা, শিক্ষকদের আর্থিক টানাপোড়েন এবং উচ্চব্যয়ের শিক্ষার সম্প্রসারণ পুরো সমাজে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার সকল সম্ভাবনাকে কীভাবে পর্যুদস্ত করছে এসব সার্বিক বিষয় বক্তারা সেমিনারে তুলে ধরেন। 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ঃ শিক্ষা,দর্শন ও সংকট' শিরোনামে দিনব্যাপী এই সেমিনার ৩টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম পর্বে শিক্ষার দর্শন ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় পর্বে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও তার বর্তমান সংকট এবং ৩য় পর্বে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিষয়ে আলোচনা হয়। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষকরা এ সেমিনারে অংশ নেন। সেমিনারে ৩টি পর্বে প্রবন্ধ পাঠ করেন যথাক্রমে অধ্যাপক আবু মুহাম্মদ, আলতাফ হোসাইন এবং মাহমুদুল সুমন। সেমিনারে আলোচক

(১২শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো

(তৃতীয় পৃঃ পর)

ছিলেন অধ্যাপক অজয় রায়, অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, অধ্যাপক দারা শামসুদ্দীন, অধ্যাপক হোসাইন কবির, অধ্যাপক নাসরিন খন্দকার, অধ্যাপক আমিন মুহাম্মদ আলী, অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আকমল হোসেন, সাদাত নূরে ইসলাম, গোবিন্দ চক্রবর্তী। এছাড়া মুক্ত আলোচনায় অধ্যাপক নাসিম আখতার হুসাইন, অধ্যাপক মুহাম্মদ জাফর ইকবাল ও অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের সমন্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। বক্তারা আরো বলেন, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট সংশোধন করে শিক্ষকদের জবাবদিহিতা ও পেশাগত দায়বদ্ধতায় নিয়ে আসা উচিত।